(৪) ফরাসী বিপ্লবে জ্যাকোবিন/জেকোবিন দের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর:

⇒ ফরাসী বিপ্লবের অন্তিমলগ্নে- ফরাসী রাজতন্ত্রের অবসান যে কেন্দ্র করে, যখন সমগ্র ফ্রান্স জুড়ে — অভ্যন্তরিন বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বৈদেশিক আক্রমন ফ্রান্সকে দুর্বল করে তোলে, তখনই ফ্রান্সের অভ্যন্তরে শুরু হয় সন্ত্রাসের শাসন কাল। এই শাসন ১৭৯৩ সালের জুন থেকে ১৭৯৪ সালের জুলাই পর্যন্ত চলেছিল। এই সময় ফ্রান্সের আইন সভা মূলত দুটি রাজনৈতিক দল : (ক) জিরন্ডিন দল ও (খ) জ্যাকোবিন দলের দ্বারা পরিচালিত হত। তা নিম্নে আলোচনা করা হল,

(ক) জিরন্ডিন দল: জিরন্ডিনরা ছিল উচ্চ বুর্জোয়াদের মুখপাত্র। এঁরা গিরন্ড প্রদেশ থেকে আগত। সাধারন মানুষের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ ছিল না।

(খ) জ্যাকোবিন দল: জ্যাকোবিনরা ছিল নিম্ন বুর্জোয়াদের মুখপাত্র, অর্থাৎ শিল্পী, কারিগর, গ্রামের ছোট জমিদার ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে বোঝায়। সর্বদা এঁরা সাধারন মানুষের কাছে থাকতেন। জ্যাকোবিন দলের প্রধান নেতা ছিলেন রোবসপিয়র।

■ শেষ পর্যন্ত বিনা রক্তপাতে জেকোবিনরা জিরন্ডিনদের হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিল। ক্ষমতায় এসে ফ্রান্সের সাধারন মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবী সম্পর্কে কোন পদক্ষেপ না করে, জ্যাকোবিনরা দুটি সমস্যার সমাধানে মন দেয় — (I) সাঁকুলোৎ বা সাধারন মানুষকে না চটিয়ে উগ্রপন্থী দলগুলির বিকাশ করা, ও (II) জিরন্ডিন দলের আন্দোলন গুলি দমন করা। ফলস্বরূপ ফ্রান্সে ১৭৯৩ সালে জেকোবিন সংবিধান রচিত হয়। সংবিধানে নতুন করে অধিকারের ঘোষনাপত্র জারী হয়। উল্লেখ্য —

(I) ফ্রান্সের জনগনের কাজ ও বসবাসের স্বাধীনতা।
(II) সমাজের উদ্দেশ্যে জনগনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা,
(III) অক্ষম ও প্রতিবন্ধীদের অর্থ দান করা,
(IV) শিক্ষা ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেওয়া।
(V) সর্বসাধারনের ভোটাধিকার দেওয়া,
(VI) ফ্রান্সের জনগনের সম্মিলিত স্থান গঠন করা প্রভৃতি।

→ →

Scanned with CamScanner

রোবসপীয়ার প্রবর্তিত সন্ত্রাসের প্রতিষ্ঠানটি ভিত্তি ছিল তিনটি — (a) জেকোবিন ক্লাব; (b) কমিটিন ও (c) কনভেনশনের বিভিন্ন কমিটি। জেকোবিন ক্লাব ছিল সন্ত্রাসের প্রাণকেন্দ্র। প্যারিসে কেন্দ্রের এর সমগ্র ফ্রান্স জুড়ে এর অসংখ্য শাখা কার্যালয় ছিল। এই ক্লাবই ছিল ফ্রান্সের একমাত্র সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এবং এর অধিকাংশ সদস্যই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। জেকোবিন ক্লাবের মতো কমিটিন ও প্যারিসে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল, এবং বিভিন্ন বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সঙ্গে কমিটিন ছিল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই কমিটিন গুলিকে সমর্থন করতো চরমপন্থী জ্যাকোবিনরা। আবার জাতীয় কনভেনশনের যে সব কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাদের মধ্যে জন নিরাপত্তা কমিটি ও সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি ছিল প্রধান। প্রথমটি সংগঠিত হয়েছিল ১৭৯৩ সালের এপ্রিল মাসে এর হাতেই ছিল সরকারের সর্বোচ্চ কার্যকরী ক্ষমতা। দ্বিতীয়টির কাজ ছিল দেশের সর্বত্র শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ঠিক মত পালিত হচ্ছে কিনা, তা লক্ষ্য রাখা। এই দুই কমিটির উপরই রোবসপীয়রের ক্ষমতা ছিল নিরঙ্কুশ।

এই দুই কমিটি ছাড়াও ১৭৯২ সালের আগস্ট মাসে বৈপ্লবিক আদালত স্থাপিত হয়েছিল, এই বিচারালয়ে সন্দেহভাজন আইন দ্বারা যে ব্যক্তিকে বিপ্লববিরোধী কার্যকলাপের জন্য গ্রেপ্তার করা যেত এবং এই বৈপ্লবিক আদালতে বিচার করা যেত। সর্বশেষে ডঃ গিলোটিন (Guillotine) আবিষ্কৃত এক ভয়ঙ্কর মারণযন্ত্র। যেটি গিলোটিন নামে পরিচিত। বৈপ্লবিক আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি দান করার জন্য এই মারণযন্ত্র বা গিলোটিন ব্যবহার করা হত।

মূল্যায়ন — সন্ত্রাসের রাজত্বের স্থায়িত্বকাল ছিল প্রায় এক বছর। ১৭৯৩ সালের ~~জুলাই~~ জুন থেকে ১৭৯৪ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত। অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের জুনে রোবসপীয়র জন নিরাপত্তা সমিতির সদস্য নির্বাচিত হবার পর থেকে গিলোটিনে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এই পর্যায়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং এই সময় তাঁর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর জ্যাকোবিন দল দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লে, জ্যাকোবিন দলের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ডেভিড থমসনের মতে — "ফরাসী বিপ্লবের সময় যে সব নেতার আবির্ভাব হয়েছিল, তাদের মধ্যে রোবসপীয়র ছিলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।" আবার অলার্ড (Aulard) মনে করেন — "তিনি ছিলেন খাঁটি আদর্শবাদী, দায়িত্ব ও অহংকারী।" ঐতিহাসিক ফিশার (Fisher) ও রেডওয়ে (Reddaway) তাঁকে - লেনিনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। The End

বিপ্লবের জন্য দার্শনিকরা কতখানি দায়ী ছিলেন?

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের সময় থেকে ইউরোপে যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের প্রবলতা ফ্রান্সে সমাজ ও রাষ্ট্রের জীবনের লেখনি ধারণ করে যে বৈপ্লবিক ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে সমগ্র জাতির প্রাণ শক্তি জাগরিত হয়ে ওঠে। দীর্ঘকাল ধরে অসাম্য ও অনাচারপূর্ণ সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে শোষিত নিপীড়িত জনগণের মনে যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিলো ফরাসী সাহিত্যিকগণের রচনার মাধ্যমে তাদের ভাবাদর্শের সংস্পর্শে এসে তা বিপ্লবের বেগের দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। সমাজ জীবনের নানাবিধ বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে লেখনি ধারণ করে তারা ফরাসী জাতির মধ্যে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিলো, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ধর্ম জীবনের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত অনাচার ও অবিচারের তীব্র সমালোচনা করে তাঁরা প্রচলিত ব্যবস্থার ভীত্তি শিথিল করে দেন। তাদের চিন্তাধারায় পরিবর্তনকামী মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় নেতৃত্বের গ্রহণ করে। ফরাসী চিন্তানায়কদের মধ্যে রুশো, মন্তেস্কু, ভোলতেয়ার, ডেনিস দিদেরো প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

- মন্তেস্কুর মতবাদঃ

মন্তেস্কু নামক ফরাসী দার্শনিক "The Spirit of Laws" বা "আইনের মর্ম" এবং "Persian Letters" বা "পারসিয়ান পত্রাবলী" নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। শেষের পুস্তকে তিনি প্রমাণ করেন যে ফরাসী অভিজাতগণ সমাজের উপর সকলকে ফাঁকি দিয়ে বিশেষ সুবিধা ভোগ করছে। আর রাজপরিবার চরম স্বৈরতন্ত্রী হয়েছে। আইনের মর্ম গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করেন যে, যদি রাজার হাতে সমস্ত ক্ষমতা থাকে আর আইন বিভাগ শাসন ও বিচার বিভাগকে পৃথক না করা যায় তাহলে ব্যক্তি স্বাধীনতা নষ্ট হবে। আইনের মর্ম গ্রন্থ এতটাই জনপ্রিয় হয় যে ২৮ মাসে এর বাইশটি সংস্করণ বিক্রি হয়ে যায়। তিনি ইংরেজ দার্শনিক লকের সামাজিক চুক্তির তত্ত্বকে অস্বীকার করে ঘোষণা করেন যে ইংরেজ ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রধান কারণ হল যে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে শাসন, আইন ও বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক মন্তেস্কু চেয়েছিলেন, এছাড়া ও তিনি ঘোষণা করেন ফ্রান্সের জন্য একটি লিখিত সংবিধান যা ফরাসীদের নাগরিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করবে, বিশেষ করে বিপ্লবের সময় যারা প্রথম সংবিধান রচনা করেন তারা মন্তেস্কুর ক্ষমতা বিভাজন নীতির দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

Turn over Next Page

Scanned with CamScanner

● ভলতেয়ারের মতবাদ:

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিবাদের প্র. যে নতুন দিগন্তের সৃষ্টি হয় সেখানে যিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন ভলতেয়ার, তিনি অনেক নতুন নতুন ধ্যান ধারণার ব্যাখ্যা করে ফ্রান্সকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন, প্রধানত ফ্রান্সের ধর্মীয় শাসন ও অর্ধঃপতিত ধর্মযাজকদের তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করেন, মানবিক ধর্মের জয়গান গেয়েছিলেন, এবং যুক্তির যুক্তি প্রয়োগে ধর্মীয় রহস্যবাদ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছিলেন, তাঁর মতে অন্ধতা কুসংস্কার বর্বরতা এবং সমস্ত রকমের খ্রীষ্টান গির্জা বা চার্চ এবং যাজকবৃন্দ চিন্তা স্বাধীনতার পরিপন্থী, তার চার্চবিরোধী রচনা নির্যাতিত ফরাসীদের যাজক শ্রেণীর প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা নষ্ট করে দেয়, সাধারণ ভাবে তাদের মনে একটা ধর্মবিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করে, এর ফলে ফরাসি বিপ্লবে একেবারে গতিপ্রাপ্ত হয় চার্চ এবং বিপ্লবীদের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে যেসব সাধারণ অশ্রদ্ধা ছিল তার প্রধান কারণ ভলতেয়ারের রচনায়, ঐতিহাসিকদের মতে ভলতেয়ারের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হতে – খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠান গুলিকে বারবার ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনার দ্বারা আঘাত করে বিপ্লব প্রসূত আঘাতের তীব্রতার বেগকে হ্রাস করে ফেলা, (সাঁদি),

● রুশোর মতবাদ:

ফরাসি বিপ্লবের দার্শনিক চিন্তাধারায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন রুশো। "অসাম্যের মূল সূত্র" নামক গ্রন্থে রুশো দেখান যে মানুষের জন্মের সময় সকলের সাথে সমান অধিকার নিয়ে জন্মায়, কিন্তু লোভী ও স্বার্থপর লোকের জন্য মানুষ সমাজের সমান অধিকার লাভের বঞ্চিত হয়, তাঁর নিজের ভাষায় - "Man is born free and where his in change". তথা 'সামাজিক চুক্তি' নামক গ্রন্থে রুশো প্রমাণ করেন যে জনসাধারণের ইচ্ছা থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে, জনসাধারণই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির উৎস, রুশোর মতবাদ আধুনিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে সমকালীন যুগের ওপর রুশোর গভীর প্রভাব দেখা যায়,

● বিশ্বকোষ প্রণেতাগণ:

রুশো ও মন্তেস্কুর সমসাময়িক ছিলেন ডেনিস দিদেরো, তৎকালীন ধারণা অনুসারে দিদেরো বিশ্বাস করতেন যে একমাত্র প্রকৃত জ্ঞানের মাধ্যমে কুসংস্কার ও অন্যান্য দুর্নীতি থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করা সম্ভব,

Turn over Next page

Scanned with CamScanner

তাঁর মতে সত্যের উপলব্ধি হলে মানুষ ভুল পথে চালিত হবে না, সুতরাং প্রয়োজন সচ্ছিত্ত জ্ঞান রাশিকে সহজ বোধগম্য ভাষায় পরিচিত আকার প্রকাশ করা, আর এই বিশাল কাজটি তিনি সম্পন্ন করেন চিন্তাশীল রচনার মাধ্যমে, এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেন টি. অ্যালেনহার্ট, তাঁরা এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারের হাত থেকে ব্যক্তি মানুষকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেন।

- **অর্থনীতি বিদগণ:** — ফিজিওক্র্যাট :—

ফরাসী চিন্তাজগতে আরেকটি ধারা হল সামাজিক সম্পদের উৎস নির্ণয় করা এবং কী পরিস্থিতিতে এই সম্পদ উৎপাদন করা যেতে পারে তার মূল্যায়ন করা, মতে সম্পদের মূল উৎস হল প্রকৃতি এবং কৃষি কাজ জাতীয় সম্পদের মূল উৎপাদন, ফিজিওক্র্যাটরা মনে করেন যে অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একেবারেই অবাঞ্ছনিয় ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডামস্ স্মিথ এই তত্ত্বকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান, লুই লুইয়ের রাজত্ব-কালে ফ্রান্সে তার অর্থনৈতিক মতামত মুক্তি প্রয়োগ করার সময় যদিও সম্ভবপর হয়নি ও ফরাসী অর্থনৈতিক বিদ টার্গো তাঁর সময় ফ্রান্সে তাঁর অর্থনৈতিক মতামতটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

- **সমালোচনা:** —০—

অর্থনৈতিকবিদ ঐতিহাসিকরা যেমন রুশান, মর্লে, সেন্ট আইমন প্রমুখরা বলেন যে —

(i) **প্রথমত:**

ফ্রান্স বিপ্লব সৃষ্টির পশ্চাতে দার্শনিকদের অবদান ছিল নিশ্চিত করে, দার্শনিকরা প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দেয়নি, এমন কী তারা বিপ্লবের ডাক ও দেননি, তারা কেবলমাত্র প্রচলিত ব্যবস্থার দোষ ত্রুটি দেখিয়ে সমালোচনা করেছেন মাত্র, কারণ দার্শনিকরা রক্তপাতের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা প্রচার করেননি, রুশো রক্তপাত ও হত্যা কাজের বিরোধী ছিলেন, আবার বিপ্লব ঘটানোর আগেই ভলতেয়ার ও মন্তেস্কুর মৃত্যু ঘটে, সুতরাং বিপ্লবের পূর্বে তাদের প্রত্যক্ষ জানা যায় নি।

- **দ্বিতীয়ত:**

দার্শনিকদের মধ্যে ঐক্যমত ছিল না, —

(i) রুশো প্রজাতন্ত্র ও সাম্যের আদর্শে বিশ্বাস করতেন,

(ii) মন্তেস্কু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বিশ্বাসী ছিলেন,

Turn over → Next Page

Scanned with CamScanner

(iii) তুলতোয়ের বানা ছিল কেবল সমালোচনা ধর্মী।

(iv) অন্যত্র মন্তেস্কু বা রুশোর ন্যায় কোনো মৌলিক চিন্তা বা গঠন মূলক দিক ছিল না।

- তৃতীয়ত:

দার্শনিকরা ফ্রান্সে সমাজব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতির পরিবর্তন কামনা করলেও এই পরিবর্তন কী ভাবে আনা যাবে সেই পন্থা নির্দেশ করেছিলেন।

- চতুর্থত:

দার্শনিকদের মতবাদের সাথে গ্রামীণ কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মধ্যবিত্তরা পরিচিত ছিল এ কথা বলা যায় না কারণ ফ্রান্সে খুব কম সংখ্যক লোক এই সকল রচনা পড়ার সুযোগ পায়। দার্শনিকদের ভাবধারা শিক্ষিত বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সর্বসাধারণের কাছে তা পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

□ ফরাসি বিপ্লবের ক্ষেত্রে দার্শনিকরাই প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি "বিপ্লব মনস্তত্ত্ব" গঠন করেন এজন্য তাদের রচনা বিশেষ কার্যকরী ছিল। মুক্তির আলোতে প্রচলিত ব্যবস্থার যথার্থতা পরীক্ষা করা ছিল দার্শনিকদের কাজ, দার্শনিকরা প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেন অথবা বিপ্লবের পন্থা নির্দেশ করেন, ইহা আশা করা যায়নি।

□ দার্শনিকদের মতে সমাজ ও রাষ্ট্র কী হওয়া উচিত এই নিয়ে মতভেদ থাকলেও ফ্রান্সে প্রচলিত ব্যবস্থা অসারত্ব সম্পর্কে তাদের মতপার্থক্য ছিল না, পুরাতন তন্ত্রের মধ্যে যে অন্যায় ও অবিচার আছে তাকে তাঁরা বিশ্লেষণ করে, ঐতিহাসিক মাদেল মন্তব্য করেছেন যে - "ঐতিহ্যের প্রতিই শ্রদ্ধাই ছিল পুরাতন তন্ত্রের ভিত্তি, বিরূপ সমালোচনার দ্বারা দার্শনিকরা তাতে ফাটল সৃষ্টি করেছেন।"

□ সকল দার্শনিক সর্বদা একমত হবেন এবং তাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকবে না এ কথা আশা করা অন্যায়, দার্শনিকরা মৌলিক চিন্তা করেন, এজন্য প্রতি দার্শনিকের নিজস্ব তত্ত্ব বা মতবাদ থাকা স্বাভাবিক, ফরাসী-দের রাষ্ট্র কী রূপ হওয়া উচিত এসম্পর্কে তাদের মধ্যে সম্ভবতঃ মতপার্থক্য ছিল, কিন্তু ফ্রান্সে পুরাতন তন্ত্রের অন্যায় অবিচার সম্পর্কে তাদের মতভেদ ছিল না।

Scanned with CamScanner

□ দার্শনিক গণের সাথে বিপ্লবের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও দার্শনিক গণের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না, কারণ ইউরোপের অন্যান্য দেশ যথা অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া সামাজিক অন্যায় রাজনৈতিক অত্যাচার অনেক তীব্র ছিল, কিন্তু দার্শনিকদের দ্বারা এই সকল দেশে জনমতনা হওয়ার ফলে এই সকল দেশে বিপ্লব ঘটে নি।

□ সবশেষে এই কথা বলা যায় যে, বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার পর বিপ্লবী সরকারের গতি বা সংস্কার নীতির উপর দার্শনিকগণের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়, ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে বিপ্লব আরম্ভ হলে দার্শনিকদের মতবাদ এর গতিপথ ব্যবহৃত হয়, আর তাদের দ্বারাই ফ্রান্সে পুরাতন তন্ত্রকে ধ্বংস সাধন করে রাষ্ট্র ও সমাজকে নতুন ভাবে পরিচালিত করেছিলো।

সমাপ্ত The End